১৭ মে, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠেয় ব্যাংকার্স সভা
গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

সময় ঃ ১১:০০ ঘটিকা
স্থান ঃ কনফারেন্স হল

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট বহুমুখী অভিঘাত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Corporate Social Responsibility (CSR) কে ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসার জন্যে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাংকগুলো প্রতিবছর CSR এর আওতা এবং পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। এজন্যেও আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

২। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, সঠিকভাবে নির্বাচিত এবং সুসম্পাদিত CSR কার্যক্রম দীর্ঘ মেয়াদে একটি ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুসংহতকরণ, পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান, প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দরদ, আনুগত্য ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাস, বাজারে অবস্থানগত উন্নয়ন, বাজার খ্যাতি অর্জন এবং সম্ভাব্য গ্রাহকভিত্তি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি একটি নতুন ব্র্যান্ডিং কৌশলও বটে। সঠিকভাবে নির্বাচিত CSR কার্যক্রম বিরাজমান বাজার পার্থক্য ও বাজার ব্যর্থতা (যেমন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এবং কৃষকদের জন্যে অপ্রতুল ঋণ) নিরসনেও সহায়তা করতে পারে।

৩.১। তবে CSR এর ধারণাটি এখন পর্যন্ত আমাদের কর্পোরেট রীতির মূলধারায় জোরালোভাবে সংস্ক্রায়িত হয়নি। এমনতর অবস্থায় আমার জানামতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসরণের জন্যে CSR guidelines ইস্যু করা হয়েছে।

৩.২। ব্যাংকগুলো যেন তাদের গৃহীত কার্যক্রম বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে সে বিষয়েও আমরা নির্দেশনা দিয়েছি।

৩.৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত CSR কার্যক্রমের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক আজকের এই প্রতিবেদনটিও প্রকাশ করছে।

৩.৪। CSR কার্যক্রম স্ব-প্রণোদিত অর্থাৎ এটি বাধ্যতামূলক না হলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতার অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করছে। বিশেষ করে, ব্যাংকগুলোর performance মূল্যায়নের জন্যে Composite CAMELS Rating নির্ধারণের সময় Management Rating নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কৃষি ও এসএমই খাতে ঋণ প্রদান এবং CSR performance কে অতিরিক্ত মাপকাঠি (yardstick) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

০৪। আপনারা নিশ্চয়ই টেকসই উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সূচিত সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো নজরে রাখছেন। আমরা MRA এর মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের জন্যে যেমন সুযোগের বাতায়ন খুলে দিতে চাচ্ছি তেমনিভাবে প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মতো 'হারানো মধ্যবর্তী' (missing middle) শ্রেণীর ঋণ প্রবেশাধিকার বাড়াতে দ্রুত ও অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) অর্জনে কৃষি ও এসএমই এর মতো খাতগুলোতে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছি। কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ব্যাংকগুলোর জন্যে যেমন রি-ফাইন্যান্স সুবিধা চালু করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু করেছে, যা CSR পরিপালনের একটি প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-২০১৪ এ CSR কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ এবং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি মোকাবেলায় সহায়ক নীতি সহায়তা (conducive policy support) দেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

চলমান পাতা/২

যেখানে মধ্যমেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক কার্বন ফুট প্রিন্ট সম্ভাব্য ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ বিবেচনায় ব্যাংকিং খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।

৫। আমরা চাচ্ছি, degree of social responsibility বা সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা আপনারা নিজেরাই ঠিক করবেন । কিন্তু CSR কে ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আপনাদের প্রত্যেকের একটি CSR policy থাকবে এবং CSR এর জন্যে বার্ষিক ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে । এছাড়া, CSR এর পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) performance কে GRI (Global Reporting Initiatives) format এ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে, যেখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের economic, environmental and social performance বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে । CSR কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইন্টারনাল অডিট চালু করার ব্যবস্থাও করতে হবে । আমরা আরো চাচ্ছি, ব্যাংকগুলো CSR কার্যক্রমকে voluntary service মনে না করে এটাকে মূল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভূক্ত করবে, যা স্বল্পমেয়াদী কোন সেবা যেমন, grants, aids, donations এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি হবে একটি দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই এবং চলমান প্রক্রিয়া । এর ফলে ব্যাংকের ভাবমূর্তি বাড়বে এবং ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতায় তার এগিয়ে থাকার সম্ভাবনাও বাড়বে ।

৬। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য রক্ষা এবং বিচার কার্য্য রাজা করেছেন, কিন্তু বিদ্যা দান হতে জন্মদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজের অবদান । তাই সমাজের একাংশকে নিচে ফেলে রেখে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে যে আরোহণ করা যায় না সে কথাটিও তিনি বহুবার বহুভাবে বলেছেন ।

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে" ।

তাই সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে । আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই কৌশল আমাদের আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করতে হবে । সকলের মাঝেই ধনার্জনের সম্ভাবনা আছে । তবে, সবার তা অর্জনের সুযোগ থাকে না । আমাদের মূল লক্ষ্য হবে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া ।

ধন বাড়ানোর জন্যে ঐক্যের পাশাপাশি প্রযুক্তিরও খুব দরকার । তবে তা যেন সর্বসাধারণে ব্যপ্ত হয় সেজন্যেও তিনি বলেছেন, **"চাই বিজলী বাতি । তবে তা সবার জন্যে"**। সারা বিশ্বে পরিবেশ সহায়ক মানবিক বাসভূমি নির্মাণের প্রসঙ্গও তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে । তাঁর মতো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা ব্যাংকিং সেক্টরকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি । এজন্যেই কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা CSR কার্যক্রমের প্রতি আমরা অধিকতর গুরুত্বারোপ করছি । এ কাজে আপনাদের কার্যকর সহায়তা একান্তভাবেই কামনা করছি ।

৭। এখন আমি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই ঃ

রপ্তানি ঃ

জুলাই, ০৯ হতে মার্চ, ১০ পর্যন্ত আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ০.৮০ শতাংশ । উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি, ১০ পর্যন্ত এ হার ছিল পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণাত্মক ৩.২১ শতাংশ । অর্থাৎ, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে । কেবলমাত্র মার্চ, ১০ এ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ শতাংশ । এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থ বছর শেষে এ খাতে ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে বলে আশা করছি ।

রেমিটেন্স ঃ

জুলাই, ০৯ হতে এপ্রিল, ১০ পর্যন্ত রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭ শতাংশ । পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২২ শতাংশ । রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্যে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার প্রস্তাব আমরা অনুমোদন করেছি । ফলে আমরা আশা করবো রপ্তানি এবং রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধির জন্যে আপনারা যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন ।

মূল্যস্ফীতি ঃ

গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কে থাকলেও তা ফেব্রুয়ারি, ১০ এর (৫.৯৫ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১০ এ ৬.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । অবশ্য পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারির (৯.০৬ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১০ এ ৮.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অর্থ বছরের শেষে (জুন, ১০) বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশের নিচে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে । মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে মুদ্রানীতির হাতিয়ারগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে । সে কারণেই আমরা সিআরআর ও এসএলআর বাড়িয়েছি । এরই মধ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব মূল্যস্ফীতির ওপর পড়তে শুরু করেছে ।

খেলাপী ঋণ পরিস্থিতি ঃ

ডিসেম্বর, ০৯ এর তুলনায় খেলাপী ঋণ কিছুটা বেড়েছে (৯.২১ শতাংশ হতে ৯.৪১) । একদিকে অগ্রাধিকার খাতে প্রতিশ্রুতিশীল বিনিয়োগকারীদেরকে যেমন ঋণ প্রদান করতে হবে ঠিক তেমনিভাবে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ও হার যেন না বাড়ে সে ব্যাপারে আপনারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি ।

কৃষি ঋণ নীতিমালা ঃ

অর্থ বছরের প্রথম ১০ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল, ১০ পর্যন্ত এ বছরের কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৭৮ শতাংশ অর্জিত হয়েছে । আমি জেনেছি যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অধিকাংশই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশই অর্জন করতে পারেনি । ফলে বছরের বাকি দু'মাসে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আপনাদের সবারই প্রাণান্ত প্রচেষ্টা আশা করছি ।

গত কয়েকদিন আগে আমরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছিলাম । এ মত বিনিময়ের সময়ে তারা কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে শাখা পর্যায়ে ব্যবস্থাপকদের ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা বৃদ্ধি, বর্গাচাষিদেরকে গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, লোকবল বৃদ্ধি, মাঠকর্মীদের জন্যে পৃথক ভাতার ব্যবস্থা, ১০/- টাকার একাউন্টে টাকা জমা রাখলে আমানতের সুদ হার ১ শতাংশ বেশি দেয়া, কৃষি ঋণ বিতরণে ব্লক সুপারভাইজারদের কাজে লাগানো ইত্যাদি নানা বিষয়ে তারা মতামত রেখেছেন ।

আসন্ন কৃষি ঋণ নীতিমালায় পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) নতুন আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান মতামত আশা করছি । বিশেষ করে-

ক) Operational difficulties কিভাবে দূর করা যায় যেমন, আবেদন ফরম সহজীকরণ, sanction ও disbursement এর মধ্যে time gap কমানো, প্রসেসিং ফি কমানো, কৃষকের জন্যে খোলা একাউন্টের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং এসব একাউন্টের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সঞ্চয়ের মনোভাব কিভাবে গড়ে তোলা যায়;

খ) অধিকতর হয়রানিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কিভাবে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি করা যায়;

গ) পোল্ট্রি, ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি খাতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে কি কি policy initiatives নেয়া যায়;

ঘ) কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও motivation কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে;

ঙ) আপনারা ইতোমধ্যেই প্রায় ৮৬ লক্ষ কৃষকদের ব্যাংক একাউন্ট খুলেছেন । জনবল স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাসহ এ ব্যাপারে আপনারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেটি খুবই প্রশংসনীয়। শাখা পর্যায়ে আইটির ব্যবহার বাড়িয়ে এই বিপুল পরিমাণ একাউন্ট কিভাবে সচল রাখা যায় সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত আহ্বান করছি;

চ) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change এর ক্ষেত্রে কৃষিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সে ব্যাপারেও আপনাদের মতামত প্রদান করবেন;

এসএমই ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন ঃ

নতুন এসএমই ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে বিশেষ করে আপনারা কোন কোন এলাকায় কোন কোন ক্লাষ্টার এ কাজ করছেন সে ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য আহ্বান করছি ।

Renewable Energy খাতে বিনিয়োগ ঃ

আমার জানামতে সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনে আমাদের ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম হতে মাত্র তিনটি ব্যাংক অর্ধ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করেছে । একটি ব্যাংকের বিরুদ্ধে এ খাতে ১৩ শতাংশ সুদ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে । ফলে, সুদ হার নিম্নতম পর্যায়ে রাখা এবং এ খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যাপারে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করলে খুশি হবো ।